বিনয় মজুমদার-এর ডায়েরি

দিনপঞ্জী লিখে লিখে এতটা বয়স হল। দিনপঞ্জী মানুষের
মনের নিকটতম লেখা।
(আমি তো প্রত্যেকবার : বিনয় মজুমদার)

১১.৪.৮৮

ভোরবেলা শয্যাত্যাগ করে গেলাম ভবেশের চায়ের দোকানে। রুটি ছিল না। সেই-হেতু দুখানা বিস্কুট আর চা খেলাম। দোকান থেকে ফিরে এসে একটি কবিতা লিখলাম—তার গন্ধরাজ ফুলগাছটিকে দুইভাগে বিভক্ত করেছে। এই কবিতাটি লিখলাম। তারপরে আমাদের গ্রামের পুরোহিত পূজারী ব্রাহ্মণ সুধীর চট্টোপাধ্যায়ের বাড়ি গেলাম। গিয়ে শুনলাম, সুধীর পুরোহিত বাড়িতে নেই। সুধীর পুরোহিত মশায়ের ছেলে সমরেশ আমাকে বসতে দিল বারান্দায় চৌকির উপরে। সমরেশ প্রাকৃতিক বিজ্ঞান বইখানা পড়ছিল। সমরেশের অনুরোধে দুটি কবিতা লিখে দিলাম—একটায় সমরেশের নাম আছে, আর অন্যটায় সীমা-র নাম আছে।
তার পরে অমলেন্দুর বাড়ি গেলাম। ডাকঘরে গেলাম, ব্যাঙ্কে গেলাম। একজন সাধু আমেরিকায় ছিলেন, তার সঙ্গে অনেকক্ষণ নানা কথা হল। বিকালে ভবানী ঘটক।

১২.৪.৮৮

ভবেশের দোকানে চা রুটি খেলাম ভোর ৬-৩০ নাগাদ। অমলেন্দু বিশ্বাসের বাড়িতে গিয়ে 'ক্যাম্পাস' পত্রিকাটি পেলাম, যাতে আমার লেখা আছে। তারপরে দেবদুলালের মিষ্টির দোকানে গিয়ে বসলাম। কিছুক্ষণ পরে ভবানী ঘটক এল, বৃন্দাবন, রণজিৎ এরাও ছিল। সংবাদ পেলাম 'দেউটি' পত্রিকা বেরোবে। 'এই যে তোমার আলোকধেনু সূর্যতারা দলে দলে' গানটি সম্বন্ধে লিখলাম। ডাকঘরে গেলাম, কিছুই আসে নি আজ ডাকঘরে আমার জন্য। তারপরে বাড়ি ফিরে স্নান করলাম, আমার দালানের মধ্যে যে নলকূপ আছে তার জলে। বেরোলাম, মিত্র মহাশয়ের হোটেলে ভাত খেয়ে ব্যাঙ্কে গেলাম। আমার পেনশনের চেক এখনো ভাঙানো হয় নি। ফিরবার সময়ে ভবানীকে বললাম, কাল আবার আসতে। আজ সারাদিনে দুটি কবিতা লিখেছি। বিকালে ভালো আড্ডা দিলাম আমি, দেবদুলাল, বৃন্দাবন রেল ওভার-ব্রীজের উপরে বসে। খেলাম হোটেলে, বাড়ি ফিরলাম।

১৩.৪.৮৮

আজ যথারীতি ভবেশ। তার পরে অমলেন্দুর কাছে গেলাম 'অতএব' পত্রিকা পেয়েছে কিনা খোঁজ নিতে। 'অতএব' পাওয়া গেল না। অমলেন্দুর বাড়ি থেকে সুব্রত দে-র

কাছে গেলাম। রাস্তায় সুব্রত-র দাদা দেবব্রত-র সঙ্গে দেখা। সুব্রত-কে আমার পেনশনের চেকখানির কথা বলেছি। সুব্রত আমার পেনশনের চেকের বিষয় সংক্ষেপে কাগজে লিখে নিল। সুব্রত-র কর্মস্থল বারাসাত যেখান থেকে পাই আমি আমার পেনশনের চেকও।

তার পরে বাজারে দেবদুলালের মিষ্টির দোকানে বসে থাকলাম। এ অঞ্চলের অনেক সাহিত্যসেবী এই দেবদুলালের মিষ্টির দোকানে এসে আড্ডা দিই আমরা। ভবানী ঘটক বনগাঁ থেকে এল আমাদের আড্ডায় গোটা দশেকের সময়ে।

দুপুরে শুয়ে থাকলাম। ঘুমিয়ে ছিলাম দুপুরে। ঘুম থেকে উঠেই প্রথম গেলাম ব্যাঙ্কে। সেখান থেকে ভবেশের দোকানে চা রুটি খেলাম। সন্ধ্যের সময় আমার উঠানে ঘাসের উপরে বসে সাহিত্যালোচনা করলাম আমি, ভবানী ঘটক, অমলেন্দু, আরো অনেকে।

১৫.৪.৮৮

ভোরবেলা উঠে ভবেশের দোকান। সেখান থেকে আদিত্যবাবুর বাড়ি। আশীষের কাছে গেছলাম। ডিম ভাজা খেলাম। 'ভারতকোষ' গ্রন্থখানি আশীষ আমাকে দেখালো। ভারতকোষে 'আপেক্ষিকতার তত্ত্ব' লেখায় আমার নাম আছে, আশীষ দেখলো। 'ভারতকোষে' আত্তন পাবলোভিচ চেখভ-জীবনীটি আমি লিখেছি। আমি ও আশীষ দেখলাম। তার পরে আমার, আশীষের আর আশীষের স্ত্রীর আলোকচিত্র তুললাম 'মোনালিসা' নামক আলোকচিত্র-তোলার দোকানে। এরপরে দেবদুলালের মিষ্টির দোকানে এলাম। তারপরে ডাকঘরে গেলাম। বাড়ী ফিরলাম, স্নান করলাম। তার পরে দুপুরে ভাত খেলাম মিত্র মশায়ের হোটেলে। নিরামিষ ভাত। তার পরে বাড়ি ফিরলাম। বিকাল ৩½টায় আবার ভবেশের দোকানে চা রুটি খেলাম। ঘরে এলাম আমার লণ্ঠনটির কেরোসিন তেল নিয়ে। যেই বাজারে গেছি অমনি ভবানী ঘটকের আবির্ভাব। আমি আর ভবানী আমার বাড়িতে এসে আমার উঠানের ঘাসের উপরে বসলাম। আমি মুখে মুখে গান রচনা, সুরারোপ এবং গাওয়া সঙ্গে সেরে একটি গান শোনালাম ঘটককে, বলতো কার গান? ঘটক বলল রবীন্দ্রসংগীত সুর শুনে। আসলে আমার গান।

শনিবার, (১৬.৪.৮৮)

ভোরে উঠে ভবেশের চায়ের দোকানে চা রুটি খেলাম। গেলাম অমলেন্দুর বাড়ি। অল্পক্ষণ বসে এসে কবিতা লিখলাম দুটি। তারপরে দেবদুলাল মিস্ত্রীর মিষ্টির দোকানে। সেখান থেকে আশুতোষ দর্জি এবং মধুসূদন ঘটকের দোকানে। সেখান থেকে গেলাম ডাকঘরে। ডাকঘরে কিছু আমার নামে আসে নি। বাড়ি থেকে বেরোবার আগেই—দেবদুলালের দোকানে আসার আগেই স্নান করেছিলাম। হোটেলে খেয়ে ব্যাঙ্কে। ব্যাঙ্কে আমার পেনশনের টাকার চেক আজো ভাঙানো হয় নি। বাড়ি

ফিরলাম। শুয়ে শুয়ে সাড়ে তিনটে। তার পরে ভবেশের দোকান, পঙ্কজ এল অফিস ফেরৎ। পঙ্কজ আর আমি চা খেলাম একসঙ্গে। পঙ্কজের লেখা কবিতা পড়ে আমাকে শোনালো পঙ্কজ।

এইভাবে রাত সাতটা নাগাদ মিত্র মশায়ের হোটেলে খেয়ে ঘরে ফিরলাম।

রবিবার (১৭.৪.৮৮)

ভোরে ভবেশের দোকান সেখান থেকে অমলেন্দুর বাড়ি, রঞ্জিতের মুদিখানা দোকানে, সেখান থেকে ফিরছিলাম যখন একটি যুবকের সঙ্গে আলাপ হল। আমি ফেলে দিয়েছিলাম যে সব চিঠিপত্র ও বই, সেগুলির কিছু অংশ যুবকটির কাছে আছে। দুপুরে ভাত খেলাম। তারপরে আড্ডা দিলাম রেলওয়ে প্ল্যাটফর্মে। রণজিৎ, পঙ্কজ, অমলেন্দু, বৃন্দাবন, দেবদুলাল প্রমুখের সঙ্গে আমি আড্ডা দিলাম। পরে বাড়ি ফিরলাম।

সন্ধ্যের সময়ে দেখা হলো ভবানী ঘটকের সঙ্গে। ভবানী, দেবদুলাল, প্রণয়, সজল ও আমি আড্ডা দিলাম রেলওয়ে ওভারব্রীজে বসে। ভবানী গান শোনালো—সুদূর বিপুল সুদূর, তুমি যে···আমি গান গেয়ে শোনালাম—সকরুণ বেণু বাজায়ে।

সোমবার (১৮.৪.৮৮)

ভোরবেলা উঠেই আমার শ্যামা মাসির ছেলে খোকনের কাছে গেলাম। খোকন তখনো শয্যাত্যাগ করে নি। ফিরে এলাম, ভবেশের দোকানে চা খেয়ে বাড়িতে এলাম, লিখলাম। ঠিক এই সময় এলেন সাংবাদিক দীপেন বসু। দীপেন বসু আমার সাক্ষাৎকার নিলেন। আমার খানকয়েক আলোকচিত্র তুললেন বেলা পৌনে নটা নাগাদ। তারপরে আমি ঠাকুরনগর বাজারে গেলাম, দেবদুলালের মিষ্টির দোকানে বসলাম। খানিকক্ষণ কবিতা আলোচনা করলাম, ভবানী ঘটক এল, ভবানীকে নিয়ে ডাকঘরে গেলাম, বাড়ি ফিরলাম। স্নান করলাম। ভবানীকে নিয়ে বাড়ি এসেছিলাম। ভবানী আমি বাড়ি থেকে বেরোলাম। ভবানী খেল দুলালের মিষ্টির দোকানে, আমি ভাত খেলাম মিত্র মশায়ের হোটেলে। তারপরে ব্যাঙ্কে গেলাম—আমার পেনশনের টাকা পেলাম।

সন্ধ্যায় রেল ওভারব্রীজের উপরে উঠে আড্ডা দিলাম আমি, ভবানী ঘটক, অমলেন্দু, দেবদুলাল বৃন্দাবন ও আরো অনেকে।

১৯.৪.৮৮

ঘুম থেকে উঠে গেলাম বাইরে। দেখি আমার মাসির একমাত্র ছেলে খোকন বসে আছে ভবেশের চায়ের দোকানে। আমিও ভবেশের দোকানে চা খেয়ে ঘরে ফিরলাম এবং কবিতা লিখলাম তিনটি। তারপরে বাইরে বেরোলাম, গেলাম দেবদুলালের দোকানে। সেখানে দেখা হল রণজিৎ, পাঁচুগোপাল, বৃন্দাবন, দেবদুলাল, সজল ইত্যাদির সঙ্গে। আমাকে নানা প্রশ্ন করল। বাড়ি ফিরলাম, স্নান করলাম, বাইরে গেলাম—মিত্র

মশায়ের দোকানে ভাত খেলাম। তারপরে ফেরার পথে বৃন্দাবনের সঙ্গে একটু কথা বলে ঘরে এসে শুলাম।
দুপুরে ঘুমিয়েছি। বিকালে যথারীতি আড্ডা দিয়েছি। কিন্তু তার আগে ওষুধ কিনেছি বরুণের দোকান 'মেডি কেয়ার' থেকে। তার পরে আড্ডা দিয়েছি বিষ্ণুপদ বালা, বৃন্দাবন বিশ্বাস, দেবদুলাল মিস্ত্রীর সঙ্গে। সামাজিক সমস্যাবলী সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করলাম আমরা। আমি ওদের বললাম, তোমরা এখন অস্পৃশ্যদের নেতা। ভেবে কাজ করবে। যে কোনো কাজ করার আগে ভেবে নেবে ভালো করে। আড্ডা দিতে দিতে সাড়ে সাতটা নাগাদ ওদের কাছ থেকে বিদায় নিয়েছি। হোটেলে খেয়েছি ঘরে ফিরেছি। বাতি জ্বালিয়েছি। ওষুধ খেয়েছি।

২০.৪.৮৮

আজ ভোরে গেলাম অমলেন্দুর বাড়ি। অমলেন্দু বিশ্বাসের কাছে রক্ষিত আমার চিঠিপত্র কয়খানা পড়লাম মনোযোগ দিয়ে। পড়ে আবার ফিরলাম। ব্যাঙ্কের পাশবই বাড়ি থেকে নিয়ে গেলাম বাজারে নটার সময়ে। রণজিৎ-এর সঙ্গে দেখা হল। তার পরে দেখি দুলাল হালদার সাইকেলে চড়ে এল। আমি দুলালের কাছে গিয়ে তার সঙ্গে গল্প করলাম অনেকক্ষণ ধরে। তারপরে গেলাম ডাকঘরে—আমার নামে আজ কোনো চিঠিপত্র আসে নি। তারপরে গেলাম ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়াতে। সেখান থেকে উত্তমের হোটেলে, তার পরে বাড়ি ফিরে স্নান করলাম। মিত্র মশায়ের হোটেলে গিয়ে ভাত খেলাম। বাড়ি ফিরেছি, দুপুরে আমার কাছে এসেছিল আমার আপন মাসির ছেলে খোকন। তার পরে বিকালে ভবেশের দোকানে চা খেতে। চা খেয়ে বাজারে গিয়ে দেখি দেবদুলালের মিষ্টির দোকানে বৃন্দাবন বসে আছে, গতকাল বৃন্দাবন বলেছে যে বৃন্দাবনের বাবা সাইকেল রিক্সা চালায়। যাই হোক। দেবদুলাল আর আমি রেলওয়ে ওভারব্রীজের উপরে উঠে গল্প করছিলাম এমন সময়ে ভবানী ঘটক এবং হাবড়ার দেবব্রত এল। আমি এদের নিয়ে এসে আমার বাড়ির উঠানে এলাম এবং ঘাসের উপরে বসলাম। আজ সবাই তাড়াতাড়ি চলে গেল। মিত্র মশায়ের হোটেলে ভাত খেয়ে বাড়ি ফিরে লিখছি।

২১.৪.৮৮

আজ ভোরে আমি কারো বাড়িতে বেড়াতে যাই নি। ভবেশের দোকানে চা রুটি খেয়ে কবিতা লিখেছি ভোরবেলা। এইখানে গতকাল যা করেছি তা একটু লিখে রাখি—গতকাল মিত্র মশায়ের ভাত খাবার হোটেলে ১৯৫ টাকা অগ্রিম দিয়েছি মে মাসের ২১ তারিখ পর্যন্ত নিরামিষ সহ ভাত খাবার জন্য। এবং ভবেশের দোকানে চা রুটি খাবার জন্য ১০০ টাকা অগ্রিম দিয়েছি।
আজ বিকালে দেবদুলাল, অমলেন্দু, বৃন্দাবন এবং আমি আমার বাড়ির উঠানে বসে আড্ডা দিয়েছি খুব। তার পরে যেই প্রবল বর্ষণ শুরু হলো অমনি আমার ঘরে নিয়ে এলাম সকলকে। বৃষ্টি থামলে আমরা সবাই বেরোলে প্ল্যাটফর্মে গিয়ে দেখি···এসেছে।

…ব্রাহ্মণ।…কে জানিয়েছি যে আমি শূদ্র—নমশূদ্র।…

২২.৪.৮৮

আজ পাঁচটায় শয্যা ত্যাগ করে তাড়াতাড়ি রওনা হলাম কলকাতায় যাব ভেবে। আজ মেডিকাল কলেজ হাসপাতালে যাবার দিন আমার। কিন্তু দেখা গেল ট্রেনের তারে গণ্ডগোল অশোকনগরের কাছে এবং ট্রেন বন্ধ। গাড়ির টিকিট যেখানা কিনেছিলাম, সেখানা রেলস্টেশন মাস্টার মশায় ফেরৎ নিলেন। বললেন যে বেলা নয়টা নাগাদ গাড়ি চলতে পারে। নয়টায় কলকাতার উদ্দেশে রওনা হলে আমি এগারোটায় পৌঁছতে পারব। তাতেও আমার কাজ হবে হাসপাতালে। বেলা ১০-৩০ পর্যন্ত রেলগাড়ি চলে নি। সুতরাং আজ আর কলকাতা যাওয়া হল না। বাড়ি ফিরে স্নান করে ভাত খেয়ে এলাম। এবার বিশ্রাম।

বিকাল চারটায় একটি ট্রেন এল বনগাঁ থেকে, গেল গোবরডাঙ্গা পর্যন্ত, কলকাতা পর্যন্ত। আজ বিকালে দাড়ি কামালাম আগামীকাল কলকাতায় যাব বলে। আজ ভবানী ঘটক আসে নি।

আজ বিকালে আমার কত ফল্গুবিদ্যার ও গণিতের আবিষ্কার ছাপা হয়েছে আমার নামে সেই তালিকা দিলাম। মিত্র মশাইয়ের হোটেলে ভাত খেয়ে অল্প বৃষ্টিতে ভিজে ভিজে বাড়িতে ফিরলাম।

শনিবার (২৩.৪.৮৮)

ভোরে উঠে দেখি মেঘাচ্ছন্ন আকাশ। আজ আমার কলকাতায় হাসপাতালে যাবার দিন। প্রাতঃকৃত্যাদি সমাপন করে জামাকাপড় পরে রওনা হলাম। রেলের স্টলে গিয়ে দেখি রুটি নেই। ফলে ছয়খানা নিমকি বিস্কুট ও চা খেলাম। তার পরে শিয়ালদার টিকেট কিনে রওনা হলাম ৭-১৫-র ট্রেনে চড়ে। ঠিক নটায় শিয়ালদহে পৌঁছলাম। স্টেশনেই একখানা গোল বনরুটি ও এক পেয়ালা চা খেলাম। তার পরে হেঁটে হেঁটে মেডিকাল কলেজ হাসপাতালে গেলাম। আমার রক্তচাপ নিলেন ডাক্তার দেবানন্দ সাহা। ভক্তি হরি গাংগুলি বললেন এর পরে মাসে মাসে হাসপাতালে না গিয়ে দুই মাস পরে পরে গেলেই হবে। আউটডোর বিভাগটি তিন নম্বর গেটে—এই তিন নং গেটের দুই পাশে দুটি লাল একতলা দালান। তিন নং গেট দিয়ে ঢুকেই বাঁ দিকে লেখা আউটডোর। তার পরে ১২-৩৫ এর ট্রেনে বাড়ি ফিরেছি। বাড়ি ফেরার কিছুক্ষণ পরেই ফল্গু বসু আর উৎপল বসাক এল। রাত ৭-৪০ এর গাড়িতে ফল্গু বাড়ি চলে গেল।

রবিবার (২৪.৪.৮৮)

ভোরে তাপস বলল যে আমার ফেলে দেওয়া সব বই আছে আমার ভাড়াটে বিকাশ হালদারের কাছে। আজ আলোক সরকার কবির আসার কথা। দুপুরে ঘুমোলাম। তার পরে কেরোসিন তেল আনলাম লণ্ঠনের জন্য। বিকাল পাঁচটায় আলোক সরকার

এসেছিলেন আমার শিমুলপরের বাড়িতে। স্থানীয় তরুণ কবিগণও ছিল—অমলেন্দু, পঙ্কজ, রণজিৎ, গৌরী, তাপস, সজল ছিল। দেবদুলাল মিনিট দশেক ছিল।

সোমবার (২৫ এপ্রিল)

ভোরবেলা আমাদের গ্রামের রঞ্জিতের মুদির দোকানে গেলাম আমি অমলেন্দুকে সঙ্গে নিয়ে। তার পরে বাড়ি ফিরে লিখছি। দুপুরে খেয়েছি ভাত। বিকালে গেলাম দেবদুলালের মিষ্টির দোকানে। বেশ কিছুক্ষণ পরে এল ভবানী ঘটক। আমি আর ভবানী এসে রেলওয়ে ওভারব্রীজে উঠে বসে থাকলাম। তারপরে আমি ও ভবানী আমার বাড়ির উঠানে এসে উঠানেই বসলাম। কয়েকটি গান গাইল ভবানী। আমি গেয়ে শোনালাম 'তুমি কেমন করে গান করো হে গুণী।' আমি আর ভবানী আবার ফিরে গিয়ে রেলওয়ে প্ল্যাটফর্মে বসলাম। সজল এল, সামান্য কিছুক্ষণ কথাবার্তা বলে আমরা তিনজনেই নেমে এলাম। এবং আমি ভাত খেয়ে বাড়ি এসে ওষুধ খেলাম। শুয়ে থাকব।

২৬.৪.৮৮

ভোরবেলা শয্যাত্যাগ করে আজ আর কারো বাড়িতে যাইনি। অনেক বেলা পর্যন্ত শুয়ে থেকে তারপরে দেবদুলাল মিস্ত্রীর মিষ্টির দোকানে গেলাম। সেখানে পরে এল অমলেন্দু ও রণজিৎ। আমি বললাম তোমরা একটি ব্যাপারে এখন স্থির সিদ্ধান্ত নিয়েছ যে আমি তোমাদের থেকে আলাদা অন্য প্রকারের জীব। বলো ঠিক কিনা? রণজিৎ বলল হ্যাঁ। অমলেন্দুও উত্তরে বলল—হ্যাঁ।

দুপুরবেলা খুবই উদ্বিগ্ন হয়ে ছিলাম। আমার বিছানায় আমি শুয়েছিলাম।

বিকালে বেরিয়ে নানান কথা হল দেবদুলালের সঙ্গে। আমার কথার জবাবে দেবদুলাল বলল যে দেবদুলাল স্বয়ম্ভু। অমলেন্দু স্পষ্ট কিছু বলল না।...

২৭.৪.৮৮

আজ ভোরে শয্যাত্যাগ করে ইচ্ছা করেই শুয়ে থাকলাম বিছানায় এবং শয্যাত্যাগ করলাম বেশ দেরীতে। চা রুটির দোকানে গিয়ে দেখি নতুন রুটি এসেছে—পাউরুটি। তারপরে দেবদুলালের দোকানে গিয়ে বসে থাকলাম চুপচাপ। লেবু চা খেলাম মণ্টুর দোকানে। মণ্টুকে বললাম তোমার চা বানানো শিখতে লাগে একদিন মাত্র। আর আমি এমন কিছু শিখেছি যা শিখতে ১৬ বছর পড়তে হয়েছে। দ্যাখ আমি যদি মোটে ৭০০ টাকা মূলধন নিয়ে তোমার মতো একটি চায়ের দোকান খুলি তাতেই আমার সংসার চলে যায়—যেমন তোমার সংসার চলছে। কিন্তু আমাকে চায়ের দোকান খুলতেই দেবে না, লোকে বলবে, এত পড়াশুনা করে চায়ের দোকান, খুলতেই দেবেই না। ফলে অবস্থাটি বোঝ লেখাপড়া শিখলেই প্রায় ধ্বংস হয়ে যেতে হয়। মণ্টুও বলল—কত যুবক বি. এ. এম. এ. পাশ করে বেকার রয়েছে বছরের পর বছর, কাজ পায় না।

তারপরে আমি গেলাম ডাকঘরে। *Biography International*-এর চিঠি পেলাম। বাড়িতে এসে স্নান করলাম। কালীকৃষ্ণ গুহকে চিঠি লিখলাম। বাইরে গিয়ে হোটেলে ভাত খেলাম। বাড়ি ফিরলাম, শুলাম।…

২৮.৪.৮৮

ভোরবেলা অমলেন্দু বিশ্বাস-এর বাড়ি গেছলাম। চা রুটি খেতে গিয়ে অন্ধ রূপচাঁদ বৈরাগীর সঙ্গে দেখা। তাকে বললাম—রূপচাঁদ, তোমাকে নিয়ে আমি একটি কবিতা ভেবেছি বহু দিন আগে থেকে। আজ গিয়ে তাই লিখি। বাড়িতে এসে রূপচাঁদকে নিয়ে লিখলাম একটি কবিতা। সারাদিন আমার যায় টাকার চিন্তায়—অথচ টাকা আমার আছে যথেষ্ট।

বিকালবেলায় বেড়াতে গিয়ে দেখা হল…এর সঙ্গে। …ব্রাহ্মণ। আমার কবিতা পড়ে দিন পাঁচেক আর কিছু ভাবা যায় না, গুম মেরে বসে থাকতে হয় ঘরের ভিতরে, কোনো কাজও করা যায় না দিন পাঁচেক, আমার বই 'ফিরে এসো, চাকা' পড়লে—এইসব কথা… বলল। দেবদুলাল সাক্ষী।

২৯.৪.৮৮

ব্যাঙ্কে গিয়ে টাকা তুললাম ৫০/-, United Bank of India থেকে। স্নান করে ভাত খেয়ে ফিরছিলাম বাড়িতে। হঠাৎ বৃষ্টি এল। আমি শেষ পর্যন্ত রেল কেবিনের সিঁড়ি বেয়ে কেবিনের বারান্দায় এলাম। বারান্দায় আরো চারজন লোক ছিলেন। আমি জিজ্ঞাসা করে শুনলাম এদের একজনের বাড়ি উড়িষ্যায়। আমি উড়িষ্যাবাসী লোকটির কাছ থেকে শুনলাম যে আমার 'ফিরে এসো, চাকা' বইখানি উড়িষ্যায় যাত্রা হয়েছে। এবং 'ফিরে এসো, চাকা' যাত্রাটি দেখেছেন এই উড়িষ্যাবাসী লোকটি। বৃষ্টি একটু কমলেই আমি বাড়িতে ফিরে এলাম।

বিকালে দেবদুলালের দোকানে গিয়ে বসলাম এবং দেবদুলালকে বললাম ঐ লুঙ্গি-পরা লোকটিকে আমি ওই রাস্তা দিয়ে যাওয়াব। নিলাম ঠিক, তবে সময় লাগল অনেক। আরেকজনকেও আমার ইচ্ছামতো একটি পথে নিলাম। এইভাবে লোক-দুটিকে চালালাম উচ্চতর গণিতের সাহায্যে—একথা আমি অনেক দিন আগেই দেবদুলালকে বলেছি।

৩০.৪.৮৮

ভোরবেলা ফণীবাবু এসে বললেন যে গণিতজ্ঞ সুনীল পাল আসবে আমাকে দেখতে। ফণীবাবুর বাড়িতে ভাত খেতে বললেন দুপুরে। আমি বললাম—আমি নিরামিষ খাই। ঠিক বেলা দশটায় আমার বন্ধু সুনীল পাল এসেছে আমার বাড়িতে। সঙ্গে আরো দুই ভদ্রলোক—আমরা সবাই ফণী মজুমদারের বাড়িতে দুপুরে ভাত খেয়েছি। দুপুরে ঘুমোলাম। বিকালে আমার বন্ধু সুনীল পাল এবং তার সহযাত্রী—এই তিনজনকে রেলগাড়িতে তুলে দিলাম। ওরা সব কলকাতায় ওদের বাড়িতে চলে গেল।

আমিও একটি টুথ পেস্ট কিনে—কলগেট টুথ পেস্ট কিনে বাড়িতে আনলাম।
তারপরে মিত্র মশায়ের হোটেলে নিরামিষ ভাত খেয়ে এসেছি। বর্তমানে লিখছি। ঘুমোব।

1 May / রবিবার, ১৮ বৈশাখ

১৮ই বৈশাখ ভোরবেলা তাপস এল হাতে একটি কৌটো নিয়ে। তাপস বলল পরোটা বানিয়েছে তাপসের কাকীমা—আমাকে খেতে বলেছে পরোটা। আমি শেষ পর্যন্ত খেলাম পরোটা দুইখান্য, আলুভাজা সহযোগে। তার স্নান করে বাজারে গিয়ে অমলেন্দু, দেবদুলালের সঙ্গে দেখা হল। মিত্র মশায়ের হোটেলে ভাত খেয়ে বাড়িতে ফিরলাম। ডাক্তারের দেওয়া ওষুধের বড়ি খেলাম।

2 May / সোমবার

পলাশী নাম্নী মহিলা আমার ঘর ঝাট দিল দিল, আমাকে বিছানা থেকে ডেকে তুলে। আজকে রুটি দেয় নি দোকানে। আজকে আর লোকজনের সঙ্গে মারামারি হবার উপক্রম হয় নি। সন্ধ্যার সময়···নামক দেবতাটি এসেছিল। আমি অবশ্য অনেক আগেই বলেছি—দেবতা হও আর যাই হও রে, বাপু, তোমরা মরার পরে ছাপা হবে এবং লোকেও তোমাকে মানুষ বলেই ঘোষণা করবে। ··· কে আমি বহু গান শোনালাম। ও আমাকে অনেকগুলি গান শোনালো। ··· ব্রাহ্মণ—আর আমি এই কথা লিখব না। এই একবারই লিখলাম। মনে খুব আনন্দ আমার।

৩.৫.৮৮

···আমি আজ সারাদিনে বেশি কথা বলি নি। সারাদিনে গোটা পঞ্চাশ বাক্য বলেছি মাত্র। তরুণ কবিগণ কবিতা পড়ছিল আমি একটু দূরে মাঝে মাঝে শুনছিলাম, কথা বিশেষ বলি নি। আজ রেলগাড়ি ভোরবেলা চলে নি। বিকালবেলা থেকে রেলগাড়ি ফের চলল। আমি আজকাল দৈনিক তিন / চার পেয়ালা চা খাই। লেবু চা অতি সুস্বাদু লাগে—বাজারে মণ্টু ভালো লেবু চা বানায়। আজ রেলগাড়ি বন্ধ থাকার ফলে খবরের কাগজ আসে নি। ডাকঘরে ডাকও আসে নি। আজ রেলপথের লেভেল ক্রসিঙের কর্মচারী লক্ষ্মণ ভাইয়ার সঙ্গে কথা বললাম। লক্ষ্মণ ভাইয়ার বাড়ি বিহারে সমস্তিপুরে।

৪.৫.৮৮

ভোরে দেবদুলালের মিষ্টির দোকানে বসে তরুণ কবিগণ আমাকে একখানা পত্রিকা দেখাল। ঢাকা-য় ছাপা, সম্পাদিত 'একবিংশ' নামে পত্রিকায় আমার সম্বন্ধে লিখেছে দেখাল। আমার কবিতা চাইল রণজিৎ, চায়টে কবিতা চাইল। আমার কাছে বর্তমান মুহূর্তে আছে বারো টাকা ষাট পয়সা। আগামীকাল আবার ব্যাঙ্ক বন্ধ। আমার ভাড়াটে মনোতোষ পাঁচ সাত দিন আগে কলকাতায় গেছে, এখনো ফেরে নি।
বিকালবেলায় আমি রণজিতের হাতে আমার কবিতা দিলাম পূর্বশ্রুতি মতো।···

৬.৫.৮৮

ভোরে প্রাতঃকৃত্যাদি শেষ করে ভবেশের দোকানে গেলাম। ভবেশের দোকানে বেশ কয়েকজন লোক বসে ছিল। আমিও তাদের মাঝে বসলাম। চা ও রুটি খেলাম। ২৩শে বৈশাখ আজ, তবু ভোরবেলা খুব সুন্দর ঠাণ্ডা আবহাওয়া। ভবেশের দোকান থেকে বাড়িতে এসেছি। পলাশী নাম্নী এক মহিলা আমার ঘর ঝাট দেয়। পলাশী কয়েকদিন হল আসে নি। ঘরে চড়াই পাখিরা কেবলি মরা শুকনো ঘাস ফেলে, ফলে ঘরে মেঝেতে ঘাস পড়েছে বহু, নোংরা হয়েছে ঘর। পলাশী ঝাট দিলে সব পরিষ্কার হবে। জামা কাপড় কয়েকটা আমি ধোপার কাছে দিয়ে এসেছি ভোরবেলা। বাড়িতে কাপড় জামা ধোয়া বন্ধ আছে আপাতত। ডাক্তারের দেওয়া বড়িও পাওয়া যাচ্ছে না বাজারে। সুতরাং একধরনের বড়িই খাচ্ছি বর্তমানে।
বিকালবেলা খবর পেলাম যে ভবানী ঘটক রবীন্দ্র-জন্মদিনের পরে আবার আসবে, কারণ রবীন্দ্র-জন্মদিনে একটি নাটকে অভিনয় করবে ভবানী। বৃন্দাবন দেখলাম বেশ বুদ্ধিমান যুবক। আমি গা ধুয়েছি বিকালবেলায় মানে সন্ধ্যায়। তারপরে মুখে মুখে কবিতা রচনা করে শোনালাম তরুণ কবি কয়েকজনকে। ভাত খেয়ে আমার পৈত্রিক বাড়িতে ফিরেছি।

৭.৫.৮৮

আজ ভোরে আমার বাড়িতে আমার বড় দাদা অনিল বরণ মজুমদার এসেছে। আমার টাকা কিছু দাদার কাছে ছিল, এই টাকার থেকে একশ টাকা দাদা আমাকে দিল। বাড়ির গাছপালা, ফল ইত্যাদি সম্বন্ধে দাদার সঙ্গে কিছু কথাবার্তা বললাম। দাদা চলে গেলে ব্যাঙ্কে গেলাম টাকা জমা দিতে। টাকা জমা দিয়ে খেয়ে বাড়িতে ফিরলাম। আমার দালানের পশ্চিম পাশের ঘর থেকে আমি আমার দালানের একেবারে পুব পাশের ঘরে এলাম বিছানা ইত্যাদি সহ। পুব পাশের ঘরে চড়াই পাখি বাসা বাঁধতে পারে না। আবর্জনাও ফেলতে পারে না পুব পাশের ঘরে। এমন আশ্চর্যভাবে তৈরী এই পুব পাশের ঘরটি যাতে যেদিক থেকেই বায়ু বহুক ঘরে বাতাস ঢোকেই সবেগে। বিকাল বেলা পঙ্কজ মণ্ডল ও সজল-দের সঙ্গে রেলওয়ে ওভারব্রীজে উঠে কিছুক্ষণ পরেই আমি চলে এসেছি। রাত্রে পাউরুটি ডাল বেগুনভাজা খেয়ে বাড়ি ফিরেছি।

৮.৫.৮৮

আজ ভোরে উঠেই রবীন্দ্রনাথের জন্মদিনের সভায় গেলাম। রবীন্দ্রনাথকে প্রশংসা করে এক বক্তৃতা দিলাম। তার পরে আমাকে পুরস্কার দিল একটি ঝোলা। সেইটি নিয়ে ঘরে ফিরে এলাম। আজ ফল্গু বসু আসার কথা। ভালো ছন্দে কবিতা লেখে ফল্গু।...

২৬ বৈশাখ (৯.৫.৮৮)

আজ গেছলাম অমলেন্দুর বাড়ি। অমলেন্দু দুটি পত্রিকা দেখালো যাতে আমার নতুন

লেখা ছাপা হয়েছে। আলোচনায় সাব্যস্ত হল এবং অমলেন্দু অকপটে স্বীকার করল যে অমলেন্দু স্বয়ম্ভু। তারপরে বাজারে গিয়ে লেবু চা খেলাম। পরে হারুবাবুর ফোটোগ্রাফ তোলার দোকানে অনেকক্ষণ বসেছিলাম। হারুবাবুও অকপটে স্বীকার করলেন যে হারুবাবু স্বয়ম্ভু এবং পৃথিবীর সকলেই স্বয়ম্ভু। ডাকঘরে গিয়ে একখানা চিঠি পেয়েছি। বাড়িতে এসে স্নান করে ভাত খেয়ে এলাম হোটেল থেকে। বিড়াল একটি কোথা থেকে এসেছে। যত তাড়াই চলে যায় না। কী আর করি। পাউরুটি ছিঁড়ে ছিঁড়ে দিলাম বিড়ালটিকে খেতে—কিছু খেল।
বিকালবেলা বেলা এক ভদ্রলোক এসেছিল—নিতাই নামে। ঠিকানা লিখে দিল। ···এসেছিল। ···কে দুটো সিঙাড়া খাওয়ালাম। আমার সন্দেহ হচ্ছে···এর রচিত কিছু গান রবীন্দ্রসংগীত বলে চালানো হচ্ছে। অবশ্য···কে এ বিষয়ে কিছু বলি নি এখনো রাতে ভাত খেয়ে আমার মায়ের দালান বিনোদিনী কুঠীতে এসেছি।

১০.৫.৮৮

ভোরবেলা আজ কারো বাড়িতে বেড়াতে যাই নি। রুটি চা খেয়েই আমি ঘরে এসে কবিতা লিখেছি দুটো। ডাকঘরে আজ আমার নামে কোনো চিঠি আসে নি। ভোরবেলা আড্ডাও ভালো হয় নি। কিন্তু বিকালবেলায় খুব আড্ডা হয়েছে। বিকালে প্রথমেই কেরোসিন তেল কিনেছি ১৫০ কিউবিক সেন্টিমিটার। তারপরে দেখা হল রসময়বাবুর সঙ্গে। রসময়বাবুকে চা খাওয়ালাম। রসময়বাবু বলল—দাদা অনিলবরণ মজুমদার দলিলে লিখেছে আমার দাদা অনিলবরণ দালানসহ জমি বেচেছে ৫০ হাজার টাকায়। তারপরে এক উড়িয়াকে পাকড়ে ছিলাম। কিছুক্ষণ পরে ভবানী এল। ভবানীকে আমি খুব ঈশপের গল্প বলেছি। রাতে ভাত খেয়ে বাড়ি ফিরলাম এবং বললাম "ঈশ্বরী, তোমার সব বই নিয়ে নাও। 'ঈশ্বরীর', 'আমার ঈশ্বরীকে' বইগুলি নাও, ঈশ্বরী। এবং 'ঈশ্বরীর স্বরচিত নিবন্ধ' নাও ঈশ্বরী।" আমার 'শ্রেষ্ঠ কবিতা' বইখানাও আছে আমার লেখার টেবিলে—এই বইয়ের আটচল্লিশটি কবিতা আছে 'ঈশ্বরীর কবিতাবলী' নামক বইতে। সুতরাং আমার 'শ্রেষ্ঠ কবিতা' বইখানাও ঈশ্বরীর।

১২.৫.৮৮

···আজ মনটা আশ্চর্য শান্ত আছে। তার কারণ আমি কথা বলি নি বিশেষ—চুপ করে শুনেছি অন্যেরা কী বলে।
···সন্ধ্যাবেলায় স্নান করেছিলাম। শরীর খুবই আনন্দময় আছে। খুব জোরে বাতাস বইছে। কয়েকদিন হলো এই রকম বাতাস শুরু হয়েছে।
আজ একজনকে এ বছর প্রথম পাকা আম খেতে দেখলাম। বৈশাখ মাসের শেষ, আম পেকেছে।

১৩.৫.৮৮

ভোরবেলা দীপেন বসুর কাছ থেকে শুনলাম ঊষাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় সোমবার বিকালে

বাড়িতে আসবেন। রণজিৎ হালদারের সঙ্গে দেখা হলো। ব্যাঙ্ক থেকে ১০০ টাকা তুলেছি। ৮০ টাকা দিয়েছি ভবেশকে। আমার কাছে ৪৫ টাকা আছে। খোকন-কে বলেছি ১০০ টাকা জোগাড় করে খোকনের কাছেই রাখতে। যদি আমার দরকার হয় তাহলে তৎক্ষণাৎ যেন খোকনের কাছ থেকে পাই। খোকন কথা দিয়েছে যে খোকন ১০০ টাকা যোগাড় করে রাখবে।
আমার নতুন ভাড়াটে শচীন এখনো আসে নি। কী করছে কে জানে? যাই হোক গান লিখেছি আজ ভোরেও। সজল আমার সম্বন্ধে বলল যে আমার গানের জন্যও আমি চিরস্মরণীয়। মাঝে মাঝে গান লেখা ভালো।

১৪.৫.৮৮

আজ ভোরে ভবেশ চায়ের দোকানে ছিল না। ভবেশের বৌ চা বানাল এবং আমাকে পান করতে দিল। বর্তমানে আমার কাছে আছে ৪৩ টাকা। এই টাকায় হাত খরচা চালাতে হবে অন্তত নয় দিন। এইভাবে হিসাব করে চলতে হচ্ছে আমাকে।
ডাকঘরে আজও আমার নামে কোনো চিঠিপত্র আসে নি। আমার পেনশনের টাকা নিয়ে খুব চিন্তিত আছি। পেনশনের দ্বিতীয় কিস্তির চিঠি এখনো আসে নি। সন্ধ্যা বেলায় এক বৃদ্ধ মুসলমান নামাজ পড়লেন রেলের ওভারব্রীজের উপরে। তার সঙ্গে কিছুক্ষণ কথা বললাম।...

১৬.৫.৮৮

আজ ভোরে উঠে চা খাওয়ার কিছুক্ষণ পরেই বৃষ্টি নামল। আমি তখন দুলালের মিষ্টির দোকানে। গত রাত্রেই আমি স্থির করে রেখেছিলাম যে আমি নিজে ভাত রান্না করে খাব—এই ইচ্ছা হবার কারণ আমার ভাড়াটে শচীন্দ্রনাথ বিশ্বাস নিজে ভাত রান্না করে খায়, গত রাত্রে নটা নাগাদ ভাত রান্না শুরু করেছিল শচীন্দ্র।...বৃষ্টি একটু কমলেই আমি ছাতা মাথায় বেরোলাম এবং এ্যালুমিনিয়ামের তৈরী USHA কুকার কিনলাম, ডেচকি কিনলাম। ব্যাঙ্কে গিয়ে টাকা তুললাম। আরো নানান জিনিষ কিনে বাড়ি এসে রান্না শুরু করলাম—ঢ্যাড়স সিদ্ধ, আলু সিদ্ধ এবং পেঁয়াজ সিদ্ধ করে গোটা বারো নাগাদ নিজের হাতে রাঁধা ভাত খেলাম। বিকালে ভবানীর সঙ্গে দ্যাখা হল। কে কী স্বপ্ন দেখে আমি তা বলতে পারি। জিজ্ঞাসা করলাম—ভবানী তুমি কাল রাত্রে স্বপ্নে দেখেছ যে তুমি ঠাকুরনগরে আসার জন্য তোমার বনগাঁর বাড়ি থেকে রওনা হয়েছিলে কিন্তু কিছুতেই আর রেলগাড়ি পেলে না আসার জন্য। ভবানী বলল হ্যাঁ।

১৭.৫.৮৮

আজ ভোরে ভবেশের দোকানে গিয়ে গত কালকের বাসি রুটি সেঁকে খেলাম। ডাকঘরে গিয়ে 'কবিতা সভাতা' নামে একটি সাহিত্য পত্রিকা পেলাম। এ পত্রিকায় আমার নাম কোথাও ছাপা হয় নি, মনে হলো। তবু সম্পাদক ভদ্রলোক আমার কাছে

পাঠিয়েছেন। আমি আজও ভাত রান্না করেছি নিজে দুবেলাই।
বিকালে ভবানী এসেছিল বনগাঁ থেকে। ভবানী ভালো গান গাইতে পারে। আমি একটি বিশেষ স্থানে সন্ধ্যার সময়ে গিয়ে আমার কাব্যগ্রন্থ দুখানি 'ফিরে এসো, চাকা' ও 'অজ্ঞানের অনুভূতিমালা' নিয়ে এসেছি। এখন বর্তমান মুহূর্তে আমার লেখার টেবিলে আছে আমার তিনখানি বই—১। 'ফিরে এসো, চাকা' ২। 'অজ্ঞানের অনুভূতিমালা' ৩। আমার 'শ্রেষ্ঠ কবিতা।' এবং আমার লেখার টেবিলের দেরাজের মধ্যে আছে ৪। আমার 'এক পংক্তির কবিতা' বইখানা। সন্ধ্যার পরে অমলেন্দু আমাকে বাড়িতে পৌঁছে দিল।

১৮.৫.৮৮

আজ ভোরবেলা একটু বেলা করে উঠেছি। তবুও রুটির দোকানে তখনো রুটি আসে নি। শুধু চা আর দু খানা বিস্কুট খেলাম। এবং একটি গান লিখলাম। পরে বাজারে গেলাম—আলু ঝিঙে এবং পেঁয়াজ কিনলাম। তার আগে একটি থলে কিনেছি। এখন আমার মোট দুটি থলে হলো। একটা থলে চাল কেনার জন্য, অন্য দ্বিতীয় থলেটি তরকারি কেনার জন্য। আমি নিরামিষ খাই। রাঁধতে সময় লাগে এক ঘণ্টার কম। আসলে সিদ্ধ ভাত রাঁধতে কাজ করতে হয় মিনিট পনেরো। তরিতরকারি ধুয়ে চাল ধুয়ে স্টোভ জেলে ভাত স্টোভে চাপাতে লাগে মিনিট পনেরো। তার পরে এসে বিছানায় শুয়ে থাকি। চাল ফুটে ভাত হলে ভাতের ডেকচিটা স্টোভ থেকে নামাই। ব্যাস, এই হলো রান্না। আজ দুপুরে আলু সিদ্ধ, ঝিঙে এবং পেঁয়াজ সিদ্ধ দিয়ে ভাত খেয়েছি। রাত্রে রান্না করা আমার শেষ। রাত্রেও ঝিঙে সিদ্ধ আলু সিদ্ধ এবং পেঁয়াজ সিদ্ধ দিয়ে ভাত খাব।

১৯.৫.৮৮

আজ গণিতের অধ্যাপক রতনকুমার রায়ের সঙ্গে আমার দেখা হয়েছে। একটি মহাবিদ্যালয়ে ইনি গণিতের অধ্যাপক। ভোর বেলা গোটা দশেক নাগাদ রতনবাবুর সঙ্গে দেখা হয়েছিল। ডাকঘরে পেলাম 'কোরক' সাহিত্যপত্রিকা। এইবার আমার লেখা ছাপা সাহিত্যপত্রিকাগুলি আসা শুরু করেছে। ফল্গু অনেকদিন আসে নি। ফল্গুর বন্ধু রূপম চট্টোপাধ্যায় অনেকদিন আসে নি। বিকালে ভবানী বৃন্দাবন দুলাল—এদের সঙ্গে দেখা হয়েছে। আজ দুপুরে আমি খিচুরি খেয়েছি নিজে রান্না করে এবং রাত্রিবেলা কুমড়ো আলু পেঁয়াজ সিদ্ধ দিয়ে ভাত খেয়েছি। এক কেজি চাল খেতে আমার চার দিন লেগেছে—এবং আরো সামান্য পরিমাণ চাল এখনো রয়েছে। আমি হিসাব করে দেখলাম—মাসে ৮০/৯০ টাকায় আমার দুবেলা ভাত খাওয়া হয়ে যাবে। তবে রুটি চা খেতে লাগবে প্রায় ৮০ টাকা

২৯.৫.৮৮

ভোরে পুরোহিত (আমার গ্রামের) মশায়ের বাড়িতে গেলাম। পুরোহিত মশায়ের

সঙ্গে দরকারী কথা হলো। আমার গ্রামের পুরোহিত সুধীর কুমার চট্টোপাধ্যায় বললেন সন্ধ্যার সময়ে সুধীর পুরোহিত যখন বাড়িতে ফেরেন তখন স্নান করে তবে ঘরে ঢোকেন। তারপরে এল খোকন, আমি তখন রান্না করছিলাম। খোকন আমাকে আমার থালা ফেরৎ দিয়েছে—মরিচাহীন লোহার থালা। আর একটি গামলাও দিয়েছে।

বিকালবেলা আমার প্রায় সব স্থানীয় শিষ্যরা ছিল এবং বনগাঁ থেকে ভবানী ঘটকও এসেছিল। খুব সুন্দর সাহিত্য আলোচনা হল।

পাঁচ ছয় বার চা খেয়েছি আজ। আমার নতুন ভাড়াটেরা ভোর ৬টায় বেরিয়ে যায় আর ফেরে রাত ৯টায় এমনকি ১০টা রাতে। ওদের এত কাজ।

আমি রাতের রান্না করে ভাত খেয়েছি এবং এর পরেই ঘুমোবো।

৮ জ্যৈষ্ঠ, রবিবার (২২.৫.৮৮)

বিকালবেলায় রণজিৎকে অনেকক্ষণ খুঁজলাম। কিন্তু পেলাম না। বিকালে আমাদের গ্রামের অগ্রগামী পরিচালিত রবীন্দ্র-নজরুল সন্ধ্যায় আমাকে নিমন্ত্রিত অতিথি হিসাবে ডেকেছিল। আমি গেছলাম। আমাকে করল প্রধান অতিথি। আমি রবীন্দ্রনাথকে খুব প্রশংসা করে একটি বক্তৃতা দিলাম।

২৭.৫.৮৮

...আমার ঘর ঝাট দেওয়ার এবং এঁটো থালাবাসন ধোয়ার জন্য একজনকে পেয়েছি। একজন কেন অনেকজনই রাজী এ কাজে। থালাবাসন ধোয়ার এবং ঘর ঝাট দেবার জন্য আমি প্রতিমাসে ৩০/- দেব বলে স্থির করেছি। মানুষে মানুষে ঝগড়াঝাটি কোনোদিন থামবে না—মানুষে মানুষে না লিখে দেবতায় দেবতায় ঝগড়া কোনোদিন মিটবেনা, চলতেই থাকবে ঈশ্বরে ঈশ্বরে ঝগড়া। আমার ভাষায়, চলমান জ্যামিতি-গুলি পরস্পর ঝগড়া করতেই থাকবে। এ ঝগড়া থামাবার চেষ্টা করা বৃথা।

২৮.৫.৯২

আজ বিকালে ভবানী ঘটককে আমি গোটা ৩০ বাক্য বলে শেষে জিজ্ঞাসা করলাম 'ভবানী তোমার পায়ের নীচে কি পৃথিবী, না, কি মঙ্গলগ্রহ?' ভবানী বলল মঙ্গলগ্রহ। পৃথিবীতে বসে পৃথিবীকে মঙ্গলগ্রহ ভাবার মতো গোপন ও ক্ষমতাশালী আমার বাক্যগুলি।

তারপরে ঠাকুরনগর খেলার মাঠে গিয়ে সন্ধ্যার আগেই ১০০টির বেশি বাক্য বলে শেষে জিজ্ঞাসা করলাম 'দেবদুলাল তুমি ল্যাংটা না কাপড় পরা?' দেবদুলাল জবাব দিল 'ল্যাংটা।' কাপড় পরেই বসেছিল সবার সামনে। আমার বলা বাক্যগুলির এমনই ক্ষমতা।

২৯.৫.৮৮

আজ লিটল ম্যাগাজিনস লাইব্রেরীর প্রতিষ্ঠাতা সন্দীপ দত্ত এসেছিল। তাঁর সঙ্গে ছিল অঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়। আমার কাব্যপুস্তিকা 'গায়ত্রীকে'-র নতুন সংস্করণ প্রকাশ করবে

সন্দীপ—আমি রাজী হয়েছি। শৌনক এসেছিল। শৌনকও আমার একখানা কবিতার বই প্রকাশ করবে বলেছে।

৩০.৫.৮৮

…দশজন লোকের সংসারে কাজের সংখ্যা যত আমার একজনের সংসারেও কাজের সংখ্যাও তত। ঘর ঝাট দেওয়া ও বাসনমাজা ভিন্ন আর সব কাজ আমি একা করি। ফলে ফুরসৎ পাই না। সারা ভোর আমাকে কেবলি হাঁটাহাঁটি করতে হয়েছে নানান কাজে। আমি বাসনও ধুই মাঝে মাঝে। আজকাল আবার দুপুরবেলায় রেলওয়ে প্ল্যাটফর্মে গিয়ে বসে থাকি একটা থেকে তিনটে পর্যন্ত—লোকজনদের দেখি। লোকজন দেখতে আমার খুব ভালো লাগে।…

৩১.৫.৮৮

আজ একখানি রেজিস্টার্ড চিঠি পেয়েছি বারাসাত থেকে। ভোরে রণজিৎ আমাকে 'সমবেত আর্তনাদ' নামে একখানি সাহিত্য পত্রিকা দিয়েছে। একা একা এক জনের সংসার চালাতে বেশ খাটতে হচ্ছে। দৌড়াদৌড়ি, বিভিন্ন জিনিষ কেনা লেগেই আছে। … -র কাছে আমার ছাপা গল্প আছে গোটা পঁচিশ। ঐ গল্পগুলি একসঙ্গে বই আকারে প্রকাশ করতে হবে। এই কথা আমি ভাবছি কয়েকদিন হল। অমলেন্দু গেছে শঙ্কর সরকারের ('অতএব' পত্রিকার সম্পাদক) কাছে। কাল ভোরে খবর পাব একটি গোপন বিষয়ে।

বিকালে আড্ডায় বিশেষ কেউ ছিল না, বৃন্দাবন ছিল। আমার দুই ভাড়াটে নিতাই শচীন্দ্রনাথ ফেরে অনেক রাত্রি হলে।

১.৬.৮৮

ভোরবেলা অমলেন্দু বিশ্বাসের বাড়িতে গেলাম। শঙ্কর সরকার আসবে আমার বাড়িতে—এই সংবাদ দিল অমলেন্দু। দাড়ি কামালাম আজ ভোরে।

দুলালের মিষ্টির দোকানে ঘণ্টা দেড়েক বসেই থাকলাম—তার আগে বাজার করেছি। গোলআলু কিনেছি, ঢ্যাড়স কিনেছি, ডাল কিনেছি। চাল আগে কেনা আছে। একটু বিশ্রাম নিয়ে রান্না শুরু করব। আমার মনে হয় স্টোভের কেরোসিন আছে বোতলে। বিকালে আমার গান 'এ পারে নীরব হল কুহুরব ওপারে মুখর হলো কেকা ওই' গেয়ে শোনালাম ভবানী ঘটককে। ভবানী উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করল আমার গানটির। একটি পঞ্চাশ পয়সার মোমবাতি কিনলাম। এর আগে স্নান করে নিয়েছি সন্ধ্যাবেলা। গ্রীষ্মকালে আমি মাঝে মাঝে দুবার স্নান করি।…

৭.৬.৮৮

বনগাঁর ভবানী ঘটক আমার উঠোনে এসে আমার সঙ্গে সাহিত্য আলোচনা করে গেল। রবীন্দ্রনাথের 'এই সব মূঢ় ম্লান মুখে দিতে হবে ভাষা', সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের 'আমরা দেব বোবাকে ধ্বনি…' আমি বললাম। শিবরামও লিখেছিল কিশোর কিশোরীদের

মুখে একটু হাসি ফোটাতে পারলে আমার জীবন সার্থক মনে করি। পরস্পরকে বাঁচায় সাহায্য করা, এবং ভালোভাবে সানন্দে বাঁচায় সাহায্য করাই সাহিত্যসেবীদের কাজ, এই আলোচনা হল।

৯.৬.৮৮

…আজ এখনো যেমন ঝড় হচ্ছে এবং বৃষ্টিও হচ্ছে মাঝে মাঝে তাতে বুঝতে পারছি যে আজ আর বৈকালিক আড্ডাটি আমাদের হবেই না।
পশ্চিমবঙ্গে কবির সংখ্যা খুব বেড়েছে। ওই কবিদের সঙ্গেই আড্ডা দিই সাধারণত। গণিতের অধ্যাপক রতন রায় কাল যাবেন দূরে। আজ পর্যন্ত আছেন।

১০.৬.৮৮

আজ দুপুরে ঘণ্টা দুই ঘুমিয়েছি। ভোর বেলা আমাদের গ্রামের তাপসের সঙ্গে দেখা। তাপসের বাড়ি গেলাম ভোরে। লেখাপড়া ও সাহিত্যচর্চা সম্বন্ধে আলোচনা হল। আজ থেকে আমি দৈনিক আজকাল পত্রিকা রাখা শুরু করেছি। আজ একখানি চিঠি পেয়েছি, শ্যামসুন্দর, বর্ধমান থেকে রফিকের চিঠি। রফিক আমার লেখা পেয়েছে।

এক মাস আগে ফল্গুর আসার কথা ছিল। কোনো কারণে আসতে পারে নি। ফল্গু আসার অপেক্ষায় আছি।

১১.৬.৮৮ (২৮ জ্যৈষ্ঠ, ১৩৯৫)

আজ ভোরে খুব বৃষ্টি হচ্ছিল। আমি সাড়ে পাঁচটার সময়ে একখানি বানরুটি ও এক পেয়ালা চা খেলাম, তখন বৃষ্টি হচ্ছিল অতি অল্প। আমি বাড়ি ফেরার পরে বৃষ্টি খুব বাড়ল। ঘরে বসে আমি হিসাব করলাম—সূর্যরশ্মি মেঘের উপরে লম্বভাবে পড়বে যখন তখন সূর্যরশ্মির উত্তাপ খুবই বাড়বে এবং সব মেঘ বাষ্পীভূত হয়ে উড়ে যাবে, বৃষ্টি থামবে। হলোও তাই—বেলা এগারোটায় বৃষ্টি বন্ধ হল। ডাকঘরে গেলাম। শুভদিন আজ।

বিকালে গেলাম বিছানার চাদর কিনতে। চাদর কিনে ওষুধের দোকানে গেলাম। আমি একটি বড়ি দিনে দুবার খাই। আরেকটি আদ্দেকটা দুপুরে বাকি আদ্দেক রাত্রিতে খাই। প্রত্যহ। তার পরে বাড়ি ফিরে এসে নতুন বিছানার চাদর পেতেছি বিছানায় এবং বসে আছি বিছানায়। আজকে অবশ্য কবিতা লিখেছি একটি।

রবিবার, ২৯ জ্যৈষ্ঠ

…তাপস এসেছিল। বয়স ১৬/১৭ বছর হবে। তাপস দিনপঞ্জী লেখে। কবিতা লেখে। আয়কর বিভাগের কাছে চিঠি লিখলাম। বিকালে দেখা হল শৌনক বর্মন ও ভবানী ঘটকের সঙ্গে। বড় ভালো লাগে আমার এই দুই যুবক কবিকে।

সোমবার, ৩০ জ্যৈষ্ঠ

…দেবদুলাল মিস্ত্রী আমাকে দুটি স্বরচিত কবিতা পড়ে শোনালো। আমি আমার পুরোনো তত্ত্ব কথা মুখে মুখে কিছু শোনালাম।

…ভবানীকে বললাম—একখানি বই অন্তত আছে গত ৫০ বছরে 'জাহানারার আত্ম-কাহিনী'র চেয়ে ভালো কিম্বা সমান। বইখানি মাণিকের 'জননী।'

১৪.৬.৮৮ (৩১ জ্যৈষ্ঠ)

আজ ভোরবেলা বৃষ্টি একটু কম ছিল। দুপুরবেলা থেকে বৃষ্টি হচ্ছিল মাঝে মাঝে অল্প অল্প।

…বিকালবেলায়ও বেশি লোকের সঙ্গে দেখা হল না। তবে আমাদের গ্রামের তাপস এসেছিল। আমার লেখা চারটি কবিতা 'সুরঞ্জনা' পত্রিকায় ছাপা, পড়ে গেল তাপস। এটা এখন প্রতিষ্ঠিত সত্য যে আমি মহাকবি বেদব্যাসের সমান কবি। রাত্রে মোটে একটা কাচকলা ও পেঁয়াজ সিদ্ধ দিয়েছি। ঐ দিয়ে ভাত খাব।

১৫.৬.৮৮

আজ প্রচুর বাজার করতে হয়েছে। ভোরে এক কেজি সরু চাল কিনলাম ৪.৪০ টাকা দিয়ে। পেঁপে কিনেছি, সিদ্ধ খেয়েছি। গোলালু, পেঁপে, পেঁয়াজ একসঙ্গে ভাতে সিদ্ধ করে খেয়েছি। আজ একটি সাহিত্য-পত্রিকা 'তাৎপর্য' পেয়েছি। 'তাৎপর্যের' জনৈক লেখককে প্রাপ্তি সংবাদ লিখে পাঠিয়েছি পোস্টকার্ডে।

আজ বিকালবেলা আমার মামা নলিনীরঞ্জন রায়ের সঙ্গে দেখা হল। রেলস্টেশনে মামা আমাকে একখানা কেক ও এক গ্লাস চা খাওয়ালেন। মামার ছেলে নীহারের কবিতার বই কী ভাবে ছাপা যায় সেই আলোচনা করলাম।

বৃন্দাবন রাত্রে আমাকে আমার বাড়িতে আমার ঘরে পৌঁছে দিয়ে গেল। বৃন্দাবন একটু আগে গেল। আমি আমার ঘরে একাকী এখন। বৃন্দাবনের কবিতার বইখানি 'ভাঙে ঘর ভাঙে ভালোবাসা' নিয়ে গোটা কয়েক ভবিষ্যদ্বাণী করলাম আমি।

১৬.৬.৮৮

তোফা দিনটি আজ। বৃষ্টি বিশেষ হয় নি। 'কালিয়' পত্রিকা পাঠিয়েছে আমাকে শস্তু রক্ষিত ডাকযোগে। আমি পেয়েছি। সারা দুপুর 'কালিয়' পড়েছি। অতি উচ্চাঙ্গের ঐতিহাসিক পত্রিকা করেছে 'কালিয়'কে শম্ভু। কয়দিন হল আমি দৈনিক আজকাল পত্রিকা রেখেছি। আমার পত্রিকা দেয় বিশ্বনাথ। দৈনিক পত্রিকা দেওয়া ছাড়াও উপরন্তু ডাকঘরে কাজ করে বিশ্বনাথ। আজ বিকালে দেখা হল অনেকেরই সঙ্গে—অমলেন্দু, দেবদুলাল, রণজিৎ এদের সঙ্গে দেখা হয়েছে। ঘি কিনতে চেষ্টা করছি আমি। এখনো ঘি পাইনি অবশ্য। তবে পাব—এই আশ্বাস আমাকে দিয়েছে আমার অমূল্য মামার ছেলে সুবোধ। এখন অভ্যাস একটু পালটেছি। এখন ভোরে খাই দুখানা পরোটা, দুপুরে ভাত, বিকালে কেক আর চা, রাত্রিতে ভাত।

ভবানী আজ এসেছিল বনগাঁ থেকে তবে তার সঙ্গে আমার দেখা হয় নি।

১৭.৬.৮৮ (২ আষাঢ়)

... খবরের কাগজে উপনির্বাচনের আর বন্যার খবর। চা খাওয়ার পরিমাণ আমার কিছু বেড়েছে—আজ এই পর্যন্ত চার বার চা খেয়েছি। ভোরে রণজিৎ হালদার আমাকে 'প্রিয় মেঘদূত' পত্রিকাখানি দিয়েছে। লালমোহনের কবিতা (প্রিয় মেঘদূতে) বেশ হয়েছে। তরুণ কবিদের শব্দ ব্যবহার খুব অসংলগ্ন হচ্ছে আজকাল। দোষ দেয় পাঠককে যে পাঠক কিছু বোঝে না, আমি কিন্তু আমার বিয়াল্লিশ বছর কবিতাচর্চার অভিজ্ঞতা থেকে জানি তরুণ কবিরা যখন লেখে তখন নিজেরাই বোঝে না কী লিখেছে। এইভাবে সাম্প্রতিকতম কবিদের মনের ভিতরে বহু চিন্তা অস্পষ্ট, অসম্পূর্ণ, অসংলগ্ন। এদের ভাবনার বিভিন্ন অংশ বয়স বাড়লে পরস্পর যুক্তিযুক্ত হবে। এই বয়সে আসলে পৃথিবীর কিছুই ভালোভাবে বোঝে নি, বয়স বাড়লে বুঝবে, তখন এদের কবিতা সযৌক্তিক হবে। তবে কিছু অল্প কবির চিন্তার যৌক্তিকতা আছে।

১৮.৬.৮৮ (৩ আষাঢ়)

গত রাত্রে ভালো ঘুম হয়নি। রাত তিনটে সতেরো-র সময়ও আমি জেগে থেকে শুনেছিলাম ফার্স্ট লোকাল ট্রেন গেল। অবশ্য আজ দিনের বেলা ঘণ্টা দুয়েক ঘুমিয়েছি। শঙ্খ ঘোষের লেখা 'জার্নাল' বইখানি আমি দেখেছি গতকাল ১৭ ই জুন। ভালো মূল্যবান বই।

৪ আষাঢ়, রবিবার (১৯.৬.৮৮)

আজ দৈনিক আজকাল পত্রিকা পাই নি। ভোরে বাজার করেছি ১২ টি ট্যাড়স (দুই বেলার জন্য) আর চারটে বড় পেঁয়াজ। বৃন্দাবন ও দেবদুলালের সঙ্গে দেখা হল সকালবেলা। অবশেষে খবরের কাগজ পেলাম ১১ টায়। বিকালে এল ফল্গু বসু। 'নির্জন' এবং 'পুনরুত্থান' পত্রিকা দুটি দিল। ফল্গু বলল ফের দেখা হবে ২৩ জুন, কলকাতায়।

২৩.৬.৮৮ (৮ আষাঢ়)

আজ গেছলাম কলকাতায়। প্রথমে মনস্তত্ত্ববিদ হরিরঞ্জন গাঙ্গুলীর কাছে। তারপরে বিকাশ বাগচী মশায়ের কাছে গেলাম সিগনেট বুক শপে। সেখান থেকে টেমার লেনে সন্দীপ দত্তর বাড়িতে। সন্দীপ-এর মা-কে দেখলাম। দুপুরে খেলাম সন্দীপের বাড়িতে। তার পরে শুয়ে পৌনে চারটে পর্যন্ত বিশ্রাম। তারপরে একতলায় সন্দীপেরই লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরিতে নেমে এলাম। অনেক তরুণ কবি ছিলেন সেখানে। তার পরে সাড়ে পাঁচটায় লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরির দশ বছর পূর্তি উৎসবের সভায় স্টুডেন্টস' হল-এ। অনেক জানাশোনা লোকের সঙ্গে দেখা হল। অনেককেই তিরিশ বছর ধরে চিনি—যেমন আমার প্রকাশক দেবকুমার বসু মশায়। অজিত পাণ্ডে নীলাদ্রি আরো কত পরিচিত জন। বক্তৃতা দিতে উঠে সন্দীপ অশ্রুমোচন করল লিটল

ম্যাগাজিন লাইব্রেরীর কথায়।

২৫.৬.৮৮

আজ সারাদিন খুব খাটুনি গেছে। 'জীবনানন্দ প্রাসঙ্গিকী' নামের একখানা বইয়ের ৭০ পৃষ্ঠা পর্যন্ত পড়েছি। বইখানি বিচিত্র। ···

বিকালে ঠাকুরনগর গ্রন্থাগারের লোকজনদের কাছে গেছলাম। মিহির মজুমদারের আরো একখানা কবিতার বই বেরোবে। অবশ্য মিহিরের কাছে যাবার আগে সরস্বতী এসেছিল। সরস্বতী আমাকে দুবেলা ভাত রান্না করে খাওয়াবে—এই ব্যবস্থা করেছি।··· □

বিনয়ের ডায়েরি সম্পর্কে :

মেরুন রঙের অতি-সাধারণ মাপের একটি ডায়েরি, মলাটে অস্পষ্ট সোনালি অক্ষরে ছাপা : TOP DIARY 1988. ভিতরে ১.১.৮৮ তারিখের পাতায় রয়েছে উপহারদাতার সাক্ষর—'প্রণম্য কবি বিনয়দাকে—ভবানী। বনগাঁ, ১১.৪.৮৮'। ডায়েরিতে কবির ব্যক্তিগত লেখালেখির মধ্যে বনগাঁ-নিবাসী জনৈক ভবানী ঘটকের নাম বারবার উল্লিখিত হতে দেখা যায়। সম্ভবত ইনিই কবিকে ডায়েরিটি উপহার দেন।

ডায়েরির ৪.১.৮৮ তারিখের পাতায় কবির স্বহস্তে লেখা আছে : বিনয় মজুমদার, দিনপঞ্জী। রীতি অনুসারে যে অংশে নাম ঠিকানা ইত্যাদি লেখার কথা, সেই Personal Memoranda চিহ্নিত পাতাটির আগাগোড়া জুড়ে লেখা আছে একটি হিসাব :

পলাশীকে ৬ টাকা অগ্রিম দিলাম, ২ মে, ১৯৮৮
২৪ মে থেকে বুড়ি ঝাট দিচ্ছে।
বুড়ির টাকা ২৬ তারিখ পর্যন্ত শোধ করা
বুড়ির টাকা ২৭ তারিখ পর্যন্ত শোধ করা
বুড়ি সব শোধ

সরস্বতী কাজ শুরু করেছে জুন ৩
সরস্বতীকে দিলাম
৩.৬. — ১.০০
৪ ৬. — ২.০০
৭.৬. — ২.০০
৮.৬. — ১.০০
সরস্বতীর সব প্রাপ্য দিয়েছি ১১ জুন পর্যন্ত
সরস্বতী ভাত রান্না শুরু করল ২৫ জুন, '৮৮ বিকাল থেকে

ডায়েরির শেষাংশে কয়েকটি পাতায় জাতীয় সঞ্চয় প্রকল্পের হিসাব সংক্রান্ত কিছু তথ্য লিপিবদ্ধ করা আছে। একেবারে শেষ পাতায় লালকালিতে লেখা—শিয়ালদহ থেকে জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ি যাবার একটি পথনির্দেশ।

দিনপঞ্জী অংশটি ১১.৪.৮৮ (২৮ চৈত্র, ১৩৯৪) থেকে শুরু হয়ে ২৫.৬.৮৮ (১৩ আষাঢ়, ১৩৯৫) পর্যন্ত মোটামুটি নিয়মিতভাবেই লেখা। সাধারণভাবে কোনো একটি দিনের কথা লিখতে ডায়েরিতে ছাপা নির্দিষ্ট তারিখের পাতাটিকেই ব্যবহার করা হয়েছে। লেখা আয়তনে বেড়ে গিয়ে কোথাও-কোথাও পরের পাতার অংশও দখল করেছে—সে ক্ষেত্রে পরবর্তী দিনের লেখায় আলাদাভাবে তারিখ লেখা হয়েছে—অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বাংলা ক্যালেন্ডার অনুসারে। ২৫ জুনের পরে লেখালেখি হঠাৎ বন্ধ হয়ে যাবার সঠিক কারণ অনুমান করা সম্ভব নয়।

ডায়েরির প্রথমদিকে লেখা হয়েছে কিছু কবিতা—যার মধ্যে 'ধরো যদি পৃথিবীর নারী ও পুরুষ' কবিতাটির গোটা তিনেক পাঠ ডায়েরিতে আছে। তারই একটির সঙ্গে আঁকা হয়েছে গাণিতিক লেখ-চিত্র—কবিতাটিকে বোঝানো হয়েছে কার্ভের সাহায্যে এবং কার্ভের অংশ-বিশেষ চিহ্নিত করে লেখা আছে—'ডেরিভেটিভ অব নারী-পুরুষ'।

দিনপঞ্জী অংশটি পড়ে তাঁর গান লেখার প্রসঙ্গটি জানা যায়। সম্পূর্ণ মৌলিক রচনার কোনো নিদর্শন না থাকলেও রবীন্দ্রসঙ্গীতের শব্দবিন্যাসের পরিবর্তন করে রচিত গান গেয়ে শুনিয়েছেন—এমন উল্লেখ আছে। নিজের ভাবনাকে ব্যক্ত করতে কখনো-বা রবীন্দ্রনাথের গানে নিজস্ব কয়েকটি পংক্তির সংযোজনা করেছেন।

ব্যক্তিগত লেখালেখি সম্পর্কে সকলেরই একটা কৌতূহল থাকে। আর ব্যক্তির নাম যদি হয় বিনয় মজুমদার সে ক্ষেত্রে আগ্রহের আতিশয্য আরো স্বাভাবিক। দু-মাস কয়েকদিনের পরিসরব্যাপী এই দিনপঞ্জীটির ভিতরে লুকিয়ে থাকে না কোনো চমক বা সাড়া জাগানোর মতো গোপন খবর। পাতার পর পাতায় দৈনন্দিনতা পুনরাবৃত্ত হয়ে আছে—যে অর্থে এটি খুবই সাধারণ। কিন্তু ভোরের জেগে ওঠা থেকে রাত্রির বিশ্রাম পর্যন্ত দিনযাপনের প্রতিটি বৃত্তান্তই অকপটতায় অনন্য এবং পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বিবৃত। কবিতায় তিনি যেমন, দিনপঞ্জীতেও তাই—ভাষা দিয়ে কিছু বানিয়ে লেখায় তাঁর বিশ্বাস নেই।

চেনা ও অচেনা নামের বিভিন্ন তরুণ কবিদের সাহচর্যে তাঁর এ সময়টা কেটেছে। তাঁদের সঙ্গে সাহিত্য-বিষয়ক আলোচনার টুকিটাকির খবর ডায়েরির নানা জায়গায় ছড়িয়ে আছে। এইসব আলোচনায় তাঁর অন্তর্ভাবনার একান্ত নিজস্ব খাতটি মাঝে-মাঝেই স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। তেমনই অন্যবদ্য ঈশ্বরীর সঙ্গে তাঁর রাত্রিকালীন একক কথোপকথনের অংশটি। স্বপ্ন ও বাস্তবের মধ্যে এমন ভণিতাবিহীন অনায়াস যাতায়াত বোধহয় বিনয় মজুমদারের পক্ষেই সম্ভব।

প্রায় নিয়মের মতো হয়ে ওঠা যুবকদের সঙ্গে তাঁর আড্ডাগুলি রোজনামচার অবিচ্ছেদ্য অংশ। এইসব যুবাদের কাছে তাঁর কল্পনা ও উপলব্ধি প্রায়ই উচ্চারিত হয়েছে স্পষ্টতায়। বিচিত্র কোনো সংলাপের পরে কখনো-বা নিজের উক্তিরই ব্যাখ্যাতা হয়ে ওঠেন। 'পৃথিবীতে বসে পৃথিবীকে মঙ্গলগ্রহ ভাবার মতো গভীর ও ক্ষমতাশালী আমার বাক্যগুলি'—শব্দের অমোঘ ক্ষমতা বিষয়ে তাঁর উপলব্ধির কথা আমাদের জানা হয়ে যায়। তবু মানুষের অন্বেষণে রোজকার এই বাঁচাতেও তাঁকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যেতে দেখি : 'তোমরা একটি ব্যাপারে এখন স্থির সিদ্ধান্ত নিয়েছ—যে আমি তোমাদের থেকে আলাদা প্রকারের জীব। বলো ঠিক কিনা ?' বিষয় এই মুহূর্তটির সাক্ষ্য বহন করছে ডায়েরিটি।

কবির শুভানুধ্যায়ী জনৈক তরুণ—অমল চৌধুরীর সৌজন্যে প্রাপ্ত এই ডায়েরিটি। প্রথমে ভাবা হয়েছিল দিনপঞ্জীটির সম্পাদনা করে নির্বাচিত অংশবিশেষ প্রকাশ করা হবে। কথা-প্রসঙ্গে একদিন কবি উৎপলকুমার বসু তাঁর নিজস্ব মত জানিয়ে বলেন : 'ডায়েরির ক্ষেত্রে আমি সম্পাদনার পক্ষপাতী নই।' নিতান্ত প্রয়োজনীয় কিছু সম্পাদনার পরে ডায়েরির প্রায় সমগ্র অংশটিই প্রকাশিত হল। □